জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - জুলাই ২০০৮/০২

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সতকীকরণ - মিয়ানমারের ঘুনীঝড় দুর্গতদের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হচ্ছে
* পশ্চিম তীরে ইসরাইল প্রস্তাবিত বসতি স্থাপনের ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন
* বাংলাদেশে শরনাথীদের জন্য নতুন পরিচয়পত্র ন্যায়সঙ্গত - জাতিসংঘ সংস্থা
* নেপালের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দন
* নতুন বৈশ্বিক মৃত্তিকা ডাটাবেজ জলবায়ুর পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় সাহায্য করবে- জাতিসংঘ

জাতিসংঘ সংস্থাসমূহের সতকীকরণ - মিয়ানমারের ঘুনীঝড় দুর্গতদের অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হচ্ছে

২৫ জুলাই- মিয়ানমার সীমান্তে ত্রাণ বিতরণরত জাতিসংঘের দুটি সংস্থা আজ জানায় প্রায় তিন মাস আগে ভয়াবহ ঘুনীঝড় নার্গিস বয়ে যাওয়ার পর মিয়ানমারে এখনও হাজার হাজার শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্কের অতি জরুরী মানবিক সাহায্য প্রয়োজন।

জাতিসংঘ বিশ্ব খাদ্য সংস্থার কান্ট্রি ডিরেক্টর ক্রিস কায়ে বলেন, ‘ মিয়ানমারের অবস্থা এখনও শোচনীয়’। ‘অনেক পরিবারের এখনও জীবন ধারণ করার খাবার নেই।’

সরকার , জাতিসংঘ এবং দক্ষিণ পুর্ব এশিয়ার সংঘ (ASEAN) যৌথভাবে পরিচালিত এক মুল্যায়ন জরিপে মে মাসের শুরুতে দেশটির দক্ষিণ উপকুলে আঘাত হানা ঘুনীঝড়ে দেশটির ৪০ শতাংশ পরিবারের খাদ্যের সম্পুর্ণ মজুদ ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এ সপ্তাহের শুরুতে নার্গিস-পরবর্তী মুল্যায়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই প্রতিবেদনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবন-যাপন ব্যবস্থা পুর্নগঠন, অবকাঠামো, কৃষি ও পরিবেশের উন্নয়নে আগামী তিন বছরের জন্য এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন বলে উলে-খ করা হয়।

এই মুল্যায়ন প্রতিবেদনে আরও উলে-খ করা হয়েছে যে ৩৪ শতাংশ পরিবারের দৈনন্দিন আহারের জন্য কোন খাবারের মজুদ নেই এবং ৪৫ শতাংশের মাত্র আগামী এক থেকে সাত দিন খাওয়ার মত খাবার আছে। সেই সাথে আরও ৮৯ শতাংশ পরিবারের খাদ্যই প্রধান চাহিদা বলে উলে-খ করা হয়।

জনাব কায়ে বলেন, ‘ক্ষুধা সত্যিই এখানে একটি হুমকী হয়ে আছে এবং মানুষ যদি ক্ষুধার্ত থাকে তাহলে তারা তাদের জীবনযাপন ব্যবস্থার মান্নোয়নে মনোযোগ দিতে পারবে না।

বিশ্ব খাদ্য সংস্থা, এর জরুরী খাবার সরবরাহ কার্যক্রমের অধীনে ৯২৪,০০০ জন সুবিধাভোগীর জন্য খাদ্য বরাদ্দ করেছে, যা আগামী এপ্রিল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। একই সাথে এটাও উলে-খ করা হয় যে ১১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাহায্য অভিযানের ৫২ শতাংশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং বেশি ক্ষতিগ্রস্থ ইরাবতী বদ্বীপ অঞ্চল ও এর আশেপাশে খাদ্য ও ত্রাণ সামগ্রী পরিবহনে সাম্প্রতিক ভারী মৌসুমী বৃষ্টিপাতের কারণে গুরুত্বপুর্ণ চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হচ্ছে ।

এদিকে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (UNICEF) আজ ১৭ বছরের কম বয়সী প্রায় ৭০০,০০০ শিশুর দুর্দশার বিষয়টি তুলে ধরে যাদের দীর্ঘ মেয়াদী সাহায্য প্রয়োজন। ঘুণীঝড়ে লক্ষ লক্ষ ঘরবাড়ি, স্কুল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র ধ্বংস হয়েগেছে।

ইউনিসেফের ভেরোনিক তাভু জেনেভাতে সাংবাদিকদের বলেন, সাহায্য ও পুননির্মান কার্যক্রম এগিয়ে চলছে এবং স্কুলগুলো পুনর্নির্মিত হয়েছে। প্রায় ছয় হাজার শিশুর সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য কিছু স্কুল কয়েক সপ্তাহ আগে পুনরায় চালু হয়েছে।

সংস্থা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী ও বিনোদন উপকরণ সরবরাহ করেছে এবং অস্থায়ী শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। সম্প্রতি ইউনিসেফ আগামী এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত সংস্থার মানবিক সাহায্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে ৯০.৭ মিলিয়ন ডলার অনুমোদনের আবেদন করেছে। যার মাধ্যমে শিশুদের প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে যাওয়া, পুষ্টিহীনতা প্রতিরোধে চিকিৎসা প্রদান ও গর্ভবতী নারীদের সেবা প্রদান এবং পানি, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটেশন প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা প্রদান নিশ্চিত করা হবে।

পশ্চিম তীরে ইসরাইল প্রস্তাবিত বসতি স্থাপনের ব্যাপারে জাতিসংঘ মহাসচিব গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন

২৪ জুলাই- জাতিসংঘ মহাসচিব আজ ইসরাইলের পশ্চিম তীরে মাসকিওত সামরিক পোস্টের ২০ টি আবাসিক ইউনিট স্থাপনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমোদিত ঘোষণার ব্যাপারে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, মহাসচিব পুর্বে অনেকবার বলেছেন যে পুর্নগঠনের সিদ্ধান্ত বা ভূখন্ড বিস্তৃতকরন আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী’।

এটা মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ইসরাইলের প্রতিশ্রুতিরও পরিপন্থি যা রোড ম্যাপ ও এনাপলিস প্রক্রিয়া নামে পরিচিত। বিবৃতিতে শান্তি প্রক্রিয়ার কথা পুনরুলে-খ করে বলা হয় যুক্তরাষ্ট্রে এই নামের একটি শহরেই গত বছর প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছিল।

জনাব বান, ২০০১ সালের মার্চ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদের বিকাশ এবং যে সমস্ত দুরবর্তী ফাড়ি তৈরি হয়েছে সেগুলো প্রত্যাহারসহ সকল বসতি স্থাপন কার্যক্রম বন্ধ করার ব্যাপারে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত কূটনৈতিক দল, মধ্যপ্রাচ্য চতুষ্টয়ের আহ্বান মেনে নিতে ইসরাইলকে অনুরোধ জানান।

বাংলাদেশে শরনার্থীদের জন্য নতুন পরিচয়পত্র ন্যায়সঙ্গত - জাতিসংঘ সংস্থা

২৩ জুলাই- জাতিসংঘ শরনার্থী সংস্থা আজ জানায় নতুন ব্যক্তি পরিচয়পত্র বাংলাদেশে বসবাসরত ২২,৫০০ শরনার্থীর অবস্থার উন্নতি করবে।

জাতিসংঘ শরনার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের (UNHCR) বাংলাদেশ প্রতিনিধি পিয়া প্রীত ফিরি বলেন, ‘এই পরিচয়পত্রের মাধ্যমে শরনার্থীরা আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তাদের বোঝাতে সমর্থ হবে যে তারা বৈধভাবে বাংলাদেশে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছে।’ তিনি আরও উলে-খ করেন যে, এই কার্ড বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শরনার্থীদের জন্য বৈধ নাগরিকত্বের পরিচয়মুলক ডকুমেন্ট।

শরনার্থী সংস্থা আরও উলে-খ করে যে, পুর্বে শরনার্থীদের জন্য ফ্যামিলি বুক ব্যবস্থার জায়গায় এই কার্ড প্রতিস্থাপিত হবে যা দেশের দক্ষিণ-পুর্ব অঞ্চলের কুটুপালং ও নয়াপাড়া শরনার্থী শিবিরে বসবাসরত শরনার্থীদের সাহায্য বিতরণকে আরও স্বচ্ছতর করবে। যা ১৯৭১ সালে মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের বাসস্থান নামে পরিচিত।

ফ্যামিলি বুক ব্যবস্থার অধীনে একটি পরিবারের সব সদস্য পরিবারের পুরুষ কর্তার পরিচয়ে ও কর্তৃত্বে তালিকাভুক্ত হত। এভাবে অন্ততঃ ৪৫ জন লোক একটি নামের অধীনে লিপিবদ্ধ হত।

UNHCR এর মতে এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন সবার অন্তর্ভূক্তি ছিল না অন্যদিকে এর ফলে অনেকে বঞ্চিতও হত। অনেক সময় এই বইয়ের মাধ্যমে শরনার্থী দলনেতারা ক্ষমতার অপব্যবহার করতেন বা শিবিরে আরও মুল্যবান সেবা পেতে বাইরের লোকের কাছে এগুলো বিক্রি করা হত। উপরন্তু প্রতিটি পরিবার তাদের জন্য যে পরিমাণ বরাদ্দ আছে সে পরিমাণ রেশনের খাবার পাবে এমন কোন নিশ্চয়তা ছিল না।

পাঁচ বছরের বেশি বয়সের প্রতিটি শরনার্থী সদস্যকে নতুন পরিচয়পত্র দেয়া হয়েছে। এসব সমাজে বহুগামীতা একটি সাধারণ ব্যপার, সেখানে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্ত্রীও রেশন পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতো এবং তাদের সন্তানরাও পৃথকভাবে এটা পেতো।

জনাব ফিরি বলেন, ‘প্রতিটি শরনার্থীকে চিহ্নিত করতে এবং তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে এই পরিচয়পত্র আমাদের জন্য একটি মাইলফলক।’ অবশেষে তাদের একক শরনার্থী স্বত্তা স্বীকৃতি পাবে এবং তারা দলগতভাবে এককালীন টাকা পাবেনা।

নেপালের প্রথম রাষ্ট্রপতিকে জাতিসংঘ মহাসচিবের অভিনন্দন

২২ জুলাই- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন আজ রাম বারন যাদবকে প্রজাতন্ত্রী নেপালের প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন জানান এবং এশিয়ার এ দেশটির সকল পক্ষকে একটি নতুন সরকার গঠনে সহায়তা করার আহ্বান জানান।

গত সোমবার জনাব যাদব নেপালের গণপরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন।

এক দশকদীর্ঘ গৃহযুদ্ধের পর ২০০৬ নেপালে একটি সংযুক্ত গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয় যার সর্বশেষ পদক্ষেপ হল গণপরিষদ নির্বাচন। সরকার

ও মাওবাদী বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধে আনুমানিক ১৩, ০০০ লোক প্রাণ হারায়। গত মে মাসে দেশটির ২৪০ বছরের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে।

সম্প্রতি নেপালে জাতিসংঘ মিশনের (টঘগওঘ) উপস্থিতির সময় বৃদ্ধি করা হচ্ছে। জাতিসংঘ মহাসচিবের বিশেষ প্রতিনিধি ইয়ান মার্টিন গত সপ্তাহে নিরাপত্তা পরিষদকে জানান যে দেশটির তিনটি বড় দলের নেতারা চান যে ২৩ জুলাই টঘগওঘ এর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও দেশের শান্তি প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করতে একটি বিশেষ রাজনৈতিক মিশন হিসেবে এর কাজ অব্যাহত থাকুক।

নতুন বৈশ্বিক মৃত্তিকা ডাটাবেজ জলবায়ুর পরিবর্তন ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা মোকাবেলায় সাহায্য করবে- জাতিসংঘ

২১ জুলাই- জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবিলা এবং খাদ্য উৎপাদনে বিশ্ব মৃত্তিকা বিষয়ক নতুন ডাটাবেজ সহায়ক হবে।

FAO এর প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক আলেক্সান্ডর মুলার বলেন, ‘ মৃত্তিকা সম্পদ বিষয়ে আমাদের কাছে যত বেশি তথ্য থাকবে বিশ্বব্যাপী প্রাকৃতিক সম্পদের মান এবং বর্তমানে খাদ্য উৎপাদন ও জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলায় এগুলোর কার্যকারিতা সম্পর্কে তত বেশি মুল্যায়ন করতে পারব।’

FAO জানায় এধরনের তথ্য ডাটাবেজ থেকে বৈশ্বিক মৃত্তিকার বর্তমান কার্বন মজুদ এবং কার্বন ধারণ ক্ষমতাসহ বৈশ্বিক মৃত্তিকার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধি পাবে।

এটা ভূমি ও পানির সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করতেও সাহায্য করবে এবং এটা জমির ক্ষয় বিশেষ করে ভূমি ক্ষয়ের ঝুঁকি মুল্যায়নেও সাহায্য করবে।

এই ডাটাবেজের ওপর ভিত্তি করে FAO একটি বৈশ্বিক Carbon Gap Map তৈরি করেছে যা বিশ্বের কোন অঞ্চলের মাটিতে কার্বনের মজুদ সবচেয়ে বেশি ও কোন অঞ্চলের ক্ষয় প্রাপ্ত মাটির আরও কয়েক বিলিয়ন টন অতিরিক্ত র্কাবন ধারণের ক্ষমতা আছে সেই বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে সাহায্য করবে।

FAO উলে-খ করে, মাটির কার্বন ধারণ ক্ষমতা নির্ধারণের উপায় অনুসন্ধানে আগ্রহ অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে কেননা এটাই কার্বন জমিয়ে রাখার সবচেয়ে বড় উৎস। জনাব মুলার বলেন, মাটি একটি গঠন কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে যেখানে সর্বকিছু নির্মিত হয় এবং কার্বন সঞ্চিত থাকে, মাটির রাসায়নিক ও ভৌত উপাদানগুলোও নির্ধারণ করে আর্বজনা পরিশোধনে মৃত্তিকা কত ভালভাবে কাজ করতে পারবে।

FAO এর মৃত্তিকা বিশেষজ্ঞ ফ্রেডি নাচটারগ্যালে আরও বলেন, একটি বাস্তু ব্যবস্থা কিভাবে কাজ করছে তা বোঝার উপায় হলো সেখানকার মাটির বৈশিষ্ট সম্পর্কে জানা। তিনি বলেন, মাটিতে থাকা উপাদানগুলোর প্রকৃতি থেকে আমরা জানাতে পারি মাটি খরার সময় কি পরিমান পানি ধারণ করে এবং বন্যার সময় কি পরিমান পানি নিঃসরন করে উদ্ভিদকে বড় হতে সাহায্য করতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, মাটির উপাদান সম্পর্কে কৃষকদের যথাযথ জ্ঞান থাকলে তারা যদি সে অনুযায়ী সার ব্যবহার করে তাহলে পরিবেশের পুষ্টি হারানো রদ করা যাবে।

FAO এবং International Institute for Applied Systems Analysis যৌথভাবে বিশ্বব্যাপী মৃত্তিকার সর্বশেষ তথ্য জানতে আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে মৃত্তিকা বিশে-ষণ করে এবং FAO- UNESCO এর বিশ্ব মৃত্তিকা মানচিত্রের সাথে একীভূত হয় যা একটি নতুন সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈশ্বিক মৃত্তিকা ডাটাবেজ (HWSD)।

ইউরোপীয় মৃত্তিকা ব্যুরো নেটওয়ার্ক, চীনের বিজ্ঞান একাডেমীর মৃত্তিকা বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এবং ISRIC World Soils ও এখানে তথ্য দিয়ে অবদান রাখে।

** ** **